অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে অনেক বড় একটি কাজ সম্পন্ন করতে পারলাম। 'ডেসটিনি ডিজরাপটেড: দ্য হিস্টোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড থ্রু ইসলামিক আইস' বইটি তামিম আনসারীর একটি অনবদ্য ইতিহাস গ্রন্থ। মুসলমানদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাই বইটির মূল উপজীব্য। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও ২০০৯ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর বইটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা পশ্চিমা বিশ্বে আলোড়ন তুলে, বেস্ট সেলিং বই হয় এর অন্যান্য সাধারণ তথ্যসূচি এবং সুনিপুণ ভাষায় লেখা ইতিহাস গাঁথার জন্য। বিশাল এই বইটি নিয়ে কাজ করার মতো যোগ্য আমি নই, তথাপি আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও অফুরন্ত নেয়ামত পেয়েছি বলেই কাজটা শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

বইটি সম্বন্ধে সত্যি কথা বলতে, আমার তেমন একটা ধারণা ছিল না। গার্ডিয়ান প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী নূর মোহাম্মাদ ভাইয়ের চয়েজ এই বইটি। আমাকে বললেন কাজ করতে। নিমরাজি হয়েই কাজটা ধরেছিলাম। তবে যত দিন গেছে, যত কাজ আমি এগিয়েছি, বইটিকে যতটা জানার সুযোগ পেয়েছি, ততই যেন বইটির প্রতি ভালোবাসা বেড়েছে আমার। এই কাজটি করার জন্য আমার ওপর আস্থা রাখায় প্রিয় ভাই নূর মোহাম্মাদ এবং গার্ডিয়ান প্রকাশনীর সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কোনো রকমের চাপ না দিয়ে বরং সর্বোচ্চ রকমের বিনয় প্রদর্শন করে যেভাবে আমার মতো মানুষের কাছ থেকে তারা এই বড় কাজটি আদায় করে নিলেন, সেই জন্য গার্ডিয়ানের গোটা টিম বড় আকারে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

এই বইটিকে ইসলামি ইতিহাসের একটি বড় এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াতে আসারও আগে যেই সভ্যতাগুলো পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সেখান থেকে শুরু করে আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলা এবং তার পরবর্তী সময়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধাভিযান (ওয়ার অন টেরর) পর্যন্ত গোটা সময়টাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

বইটির প্রথম অধ্যায়ের নাম দ্য মিডল ওয়ার্ল্ড। লেখক এই অধ্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যকে মধ্য পৃথিবী হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই অধ্যায়ে ইসলামের ছোঁয়া পাওয়ার পূর্বের মধ্য পৃথিবীর চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে সুনিপুণভাবে। বিশেষ করে সুমের সভ্যতা, মেসোপোটামিয়ান সভ্যতা, চালডিয়ান সভ্যতা, পারসা সভ্যতা, জরথুষ্ট ধর্ম চর্চা ও এর প্রভাব, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, পারথিয়ানসদের উত্থান, রোমান সাম্রাজ্য, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এবং এই যুগগুলোতে ধর্মচর্চার ধরন আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম দ্য হিজরা। এই অধ্যায়ে মানবতার মুক্তিদূত হযরত মোহাম্মাদ ﷺ-এর আবির্ভাবের ঠিক আগ মুহূর্তে মক্কার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কাঠামো কেমন ছিল, নবিজির জন্ম ও নবুওয়াত লাভ, মক্কার প্রভাবশালী নেতৃত্বের সাথে তার দ্বন্দ্ব, হিজরত, হিজরি সালের শুরু, ইসলামের ইতিহাসে হিজরতের প্রভাব ও গুরুত্ব, রাসূলের ﷺ মদিনার জীবনের বিভিন্ন যুদ্ধ, চ্যালেঞ্জসমূহ, ইসলামের সামাজিক ও মানবিক চেতনার বিকাশ, মক্কা বিজয়, বিদায় হজ এবং রাসূলের ﷺ ওফাতের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'খেলাফতের জন্ম'। রাসূলের ﷺ ওফাতের পর খেলাফত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রথম খলিফা নির্বাচন কীভাবে সম্পন্ন হয়, এই প্রক্রিয়ায় কী কী সংকট দেখা দেয়, নতুন খলিফা কীভাবে কাজ করতেন, তার রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কিত নীতিসমূহ, প্রথম খলিফার ইন্তেকাল, ২য় খলিফার নিয়োগ, খলিফা উমরের (রা.) রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা, ইসলামের বিকাশ ও ব্যাপ্তি, ২য় খলিফার আমলে সামাজিক ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, সামাজিক জীবনযাপন এবং উত্তরাধিকার নির্বাচনে ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শুরা বা পরামর্শ সভা গঠনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের নাম বিভেদ বিভাজন। এই অধ্যায়ের শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে কেন উসমান (রা.) তৃতীয় খলিফা হওয়ার জন্য বিবেচিত হলেন। হযরত উসমানের (রা.) নানা মানবিক গুণাবলী, তার খেলাফতের শেষ সময়ে সৃষ্ট সংকট, হযরত উসমানের (রা.) শাহাদাত, ৪র্থ খলিফা হিসেবে হযরত আলির (রা.) নিয়োগ, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত আলির (রা.) মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি, হযরত আয়েশার (রা.) এই ইস্যুতে ভূমিকা, উটের যুদ্ধের দুঃখজনক ইতিহাস, খেলাফতের মধ্যে প্রথম বিভাজন এবং হযরত আলির (রা.) শাহাদাত পর্যন্ত ঘটনাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম উমাইয়াদ যুগ। এই অধ্যায়ে কারবালায় ইমাম হোসেনের (রা.) মর্মান্তিক শাহাদাত, শহিদী চেতনার উদ্ভব, ইয়াজিদের শাসন, খেলাফতের উত্তরাধিকার বিতর্ক, শিয়া জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি ও বিকাশ, উমাইয়াদ যুগের সূচনা, সাম্রাজ্যের বিকাশ, উমাইয়াদ শাসকদের বিলাসিতা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোর উন্নয়ন, আরবি ভাষার ব্যাপকভিত্তিক প্রচলনের ইতিহাস প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম আব্বাসিদ যুগ। এই অধ্যায়ে উমাইয়াদ যুগে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য, মানুষের অসন্তোষ, একই উম্মতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ, খারিজিদের ইতিহাস, আবু আল আব্বাসের মাধ্যমে রাসূলের ﷺ বংশের হাতে নেতৃত্বকে ফিরিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা, উমাইয়াদের পতন, বাগদাদে মুসলমান সভ্যতার নতুন প্রাণকেন্দ্র স্থাপন, জ্ঞানচর্চার প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে।

৭ম অধ্যায়ের শিরোনাম 'জ্ঞানী, দার্শনিক ও সুফি সাধকদের যুগ।' কীভাবে ইসলামের ভেতরে দার্শনিক চিন্তার প্রয়োজন দেখা দিল, কীভাবে এই ভাবনাগুলো এগুলো, রাসূল ﷺ যেহেতু নেই। তাহলে কুরআনের কোনো আয়াতের বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন হলে কীভাবে তার সুরাহা হবে, হাদিসের উৎপত্তি ও সংরক্ষণ, হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাই প্রক্রিয়া, ইসলামি শরিয়তের উৎস হিসেবে ইজমা ও কিয়াসের ব্যবহার, মাজহাব সৃষ্টি, শিয়া ও সুন্নিদের চিন্তার মধ্যকার পার্থক্যসমূহ, গ্রিক ও অন্যান্য দার্শনিকদের সাথে ইসলামি দার্শনিকদের পার্থক্য, আব্বাসিদ যুগের মুসলিম মনীষী ও দার্শনিকদের কাজের ধরন, সুন্নিদের চার মাজহাবের চার ইমাম নিয়ে আলোচনা, সুফিবাদের উত্থানের কারণ ও ইতিহাস, রাবেয়া বসরি ও ইমাম গাজ্জালির আবির্ভাব, দর্শনশাস্ত্রে ইমাম গাজ্জালির অবদান প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৮ম অধ্যায়ের শিরোনাম 'তুর্কিদের আবির্ভাব ও উত্থান।' এই অধ্যায়ে আগের অধ্যায়ের ধারাবাহিকতায় বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের বিকাশ, উমাইয়াদ বংশের জীবিত প্রতিনিধির হাত দিয়ে আবারও উমাইয়াদ শাসনের প্রতিষ্ঠা, মিসরে ফাতিমাইদদের খেলাফত প্রতিষ্ঠা, ইসলামিক সাম্রাজ্যে একাধিক খেলাফতের কার্যক্রম, একেক খেলাফতের শাসকদের কাজের ধরনের ভিন্নতা, ইসলামিক স্পেন তথা আন্দালুসিয়ার ইতিহাস, মামলুক শ্রেণির উত্থান, সুলতান মাহমুদ গজনভির বিজয়াভিযান, মহাকবি ফেরদৌসি ও শাহনামা, সেলজুকদের আবির্ভাব ও উত্থান, নিজাম-উল-মুলকের আমল, তার কাজের ধরন ও উন্নয়নের চিত্র, হাসান সাব্বাহ এবং তার আততায়ী গ্রুপের আবির্ভাব ও গুপ্ত হত্যার প্রচলন, শিয়াদের ৫ম ও ৭ম ইমাম নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি ইস্যু আলোচিত হয়েছে।

৯ম অধ্যায়ের নাম 'ব্যাপক বিপর্যয় ও নৈরাজ্য'। এই অধ্যায়ে অব্বাসর অবস্থান থেকে ইউরোপিয়ানদের ধারাবাহিক উন্নয়ন, ফিলিস্তিন সংকটের সূচনা ইতিহাস, পোপ আরবানের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ঘোষণা, মুসলমানদের কিছু রাজ্যের দখল হয়ে যাওয়া, জেরুজালেম দখল এবং খ্রিষ্টান বাহিনীর পৈশাচিকতা, নুরুদ্দিন জঙ্গির আবির্ভাব, সালাহউদ্দিন আইউবীর জেরুজালেম বিজয়, ভেতরে ভেতরে অ্যাসাসিন বা আততায়ী গ্রুপের কার্যক্রম চলমান থাকা, খ্রিষ্টানদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রুসেডের ব্যর্থতা, মঙ্গল হোলকাস্ট, চেঙ্গিজ খানের বাগদাদ দখল ও অমানবিক বর্বরতা, মঙ্গল নেতা হালাকুর বর্বরতা, অ্যাসাসিন গ্রুপের বিনাশ এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

১০ম অধ্যায়ের নাম পুনরুত্থান। তৈমুর লং এর আগ্রাসন, ইবনে তাইমিয়ার আগমন ও ইসলামের পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে অবদান, সুফিবাদের ক্রমাগত বিকাশের মধ্য দিয়ে অসংখ্য পীরের আবির্ভাব, অন্য ধর্মের সন্ন্যাসতন্ত্রের সাথে ইসলামী সুফিবাদের পার্থক্য, জালাল উদ্দিন রুমি ও শামস-ই-তাবরেজের কর্মকাণ্ড, অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, প্রথম বায়জিদের শাসনকাল, সুলতান মেহমেত ফাতিহ'র ঐতিহাসিক কনস্টান্টিনোপল বিজয়, অটোম্যান সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সহাবস্থান, অটোম্যান সাম্রাজ্যের জটিল শাসন পদ্ধতি, অটোম্যানদের দেভশিরমে প্রকল্প, সুলতান সুলেমানের অবদান, সাফাভিদ গোষ্ঠীর উত্থান, শিয়াদের গুপ্ত তথা ১২ নং ইমামের ইস্যু, ঐতিহাসিক চালদিরান যুদ্ধ এবং এর প্রভাব, পারস্য সাম্রাজ্যে শিল্পকলার প্রভাব ও অসাধারণ স্থাপত্য শিল্প, জহিরউদ্দিন বাবরের মাধ্যমে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, মোঘলদের ২০০ বছরের সফল শাসন, সম্রাট আকবর ও তার দ্বীন-ই-ইলাহী, সম্রাট শাহজাহান ও তার তাজমহল, সম্রাট আওরঙ্গজেব ও তার সফল রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাসসহ বিভিন্ন ইস্যু এই বিশাল অধ্যায়টিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ের নাম ইউরোপের তৎকালীন অবস্থা। এই অধ্যায়ে পাঠকদের দৃষ্টি নেয়া হয়েছে তৎকালীন ইউরোপের দিকে। মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতি ইউরোপিয়ানদের তীব্র লোভ, ভাইকিংস তথা নৌ অভিযাত্রীদের অভিযান, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজা-রানিরা যেভাবে সমুদ্র অভিযানকে স্পন্সর করতেন, ইতালীয়দের প্রাথমিক সাফল্য, মুসলমান দার্শনিকদের কাজ নিয়ে ইউরোপিয়ানদের শিক্ষিত হয়ে ওঠা, খ্রিষ্টান চার্চগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, প্রোটেস্টান্টদের উত্থান ও বিকাশ, মুসলমানদের বহু বছর পর অনেক কিছু আবিষ্কার করেও কেন খ্রিষ্টানেরা মুসলমানদের থেকে এগিয়ে গেল, জাতিরাষ্ট্রের ধারণার উদ্ভব, ইউরোপিয়ানদের মুদ্রা ও বাণিজ্য কৌশল প্রভৃতি বিষয় এই অধ্যায়ের আলোচনায় ঠাঁই পেয়েছে।